ওলে! ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার মৃত্যু

শুভময় মণ্ডল

কস্য মৃত্যুঃ কুতো মৃত্যুঃ কেন মৃত্যুরিমাঃ প্রজাঃ।
হরত্যমসঙ্কাশ! তন্মে ব্রূহি পিতামহ![১]

মৃত্যু ছাড়া তাঁর সমকালের স্বদেশের কাছে অন্যবিধ কিছুই প্রাপ্য ছিল না তাঁর। ১৯৩৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধের স্পেনে,আরও নির্দিষ্ট অর্থে তাঁর একান্ত স্বভূমি গ্রানাদায় গুলি খেয়ে মরাই সংগত ও ন্যায্য প্রাপ্য ছিল ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার।

কেন?

এ ব্যাপ্ত প্রশ্নের উত্তরে আমাদের যেতে হবে নিশ্চয়। কিন্তু এখন নয়। শুরুতেই নয়। কিন্তু মহাকাব্যের অনুষঙ্গ ধরে এ-প্রশ্নের ইজারার দিকে হঠাৎ হেঁটেছি যখন একটি কথা বলে নিতে ইচ্ছে হয়, এখনই। মহাকাব্যের প্রকাণ্ড কোনও পতনের সময় প্রায়শই দেখা যায় মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে পার হয়ে যাওয়ার জন্য পারিপার্শ্বিক একাধিকবার যেন পথ করে দিয়েছে অথবা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার পথে ডেকেছে গাঢ় ইশারায়। অথবা মৃত্যুকে পাশে রেখে পার হয়ে-যাওয়ার দারুণ দুয়ারগুলি ঘটনের কোনও এক চলে-বিচলে হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে যায়, শুধু হাঁ হাঁ খোলা রয়ে যায় একটিমাত্র অমোঘ অর্গল যা অকালমরণের, অভাবিত অবসানের। আর মহাকাব্যের বহুজনপ্রিয় কোনও মহাজন, যাঁর প্রতি এমনকি যুযুধান প্রতিপক্ষ শিবিরেরও বহুজন দ্বেষ পোষণ করেন না, বরং গচ্ছিত রাখেন শ্রদ্ধা, স্নেহ ও সহবত, তিনি হেঁটে যান আসন্ন অলিন্দ ধরে ওই অদ্বিতীয় অর্গলের দিকে একাকী অবিচল, অন্তহীন হাহাকারের উৎসলগ্নের দিকে।

মহাভারতের দ্রোণপর্বে ঘটে যাওয়া যে মৃত্যুকথার পৈঠা ধরে মৃত্যুদর্শনের অন্দরে এসে পড়েছিলাম সহসা সেই অভিমন্যুর মৃত্যু বা ইলিয়াড-এর দ্বাবিংশ সর্গে ঘটে-যাওয়া হেক্টরের মৃত্যুর ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিকের ওই কুহকী চলনরীতি বেশ টের পাওয়া যায় অথবা অভিমন্যু বা হেক্টরের ওই অবিচল একমুখিনতা।

লোরকার মৃত্যুমুহূর্তের দিকে যত এগোব আমরা, দেখব জীবনের শেষ ১২ কিংবা ১৩ দিন বাদে, অন্য সব খোলা পথ ও দরোজা বাদ দিয়ে মৃত্যুর দু-হাতে হাট করে খোলা ওই একটি দরোজার দিকে কারও কোনও কথা না শুনে কী নির্ভুল হেঁটে যাচ্ছেন তিনি। এবং শেষ তিন দিন মৃত্যুব্যূহ থেকে তাঁকে বার করে আনার জন্যে আপনজনদের প্রবল, বেপরোয়া অথচ ব্যর্থ প্রয়াস।

ভুল করে ফেলে এসেছি আর এক কথা। মহাকাব্যের কোনও বিমৃত্যু ব্যক্তির নাম কাল বয়স স্মৃতি কার্যকারণের অভ্যন্তরে থেকেও তা সদ্য-উত্তরজীবনেই সামূহিকের চরাচর জুড়ে ছেয়ে যায়। কারণ সে মৃত্যু নেহাত ব্যক্তিক বিধায় নয়, বিপুলজনের হিত ও হেতু বহনে। ফলত ওই একটি মৃত্যু অগণন মৃত্যুর অব্যর্থ সূচক এবং প্রায়শই অবিরাম মৃত্যুর উপক্রমণিকা হয়ে ওঠে।

১৯৩৬ সালের স্পেনের ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার একমাসের মধ্যেই গ্রানাদার ক্ষমতা দখল-নেওয়া ফ্যাসিস্টদের হাতে ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার মৃত্যু পরবর্তী ৪ বছরে ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ মৃত্যুর মুখপট অথবা একটি মৃত্যুমিনার যা একমনে চেয়ে থাকে অগণন মৃত্যুমুখের দিকে।

১৯৭৫ সালে মৃত্যু হয় জেনারেল ফ্রাঙ্কো-র। ১৯৮২ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করে স্পেনের সোশ্যালিস্ট পার্টি। ২০০৯ এবং ২০১৪-১৬ সালের মধ্যে স্পেনের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে সেই হত্যাপ্রান্তরে যা ভিসনের এবং আলফাকার গ্রামের মধ্যবর্তী এলাকা, শহর গ্রানাদার কেন্দ্র থেকে মাত্র মাইল পাঁচেক দূরে লোরকার দেহাবশেষ খোঁজার উদ্যোগ নেওয়া হয়। লোরকার পরিবারের অবশ্য এ উদ্যোগে কোনও সমর্থনই ছিল না বরং বিরোধিতাই ছিল স্পষ্ট। তাঁরা চাইছিলেন যেখানে সম্ভবত পড়েছিল লোরকার গুলিবিদ্ধ দেহ সেখানে গড়ে তোলা হোক একটি স্মৃতি-উদ্যান। লোরকার সঙ্গে বা আগে পরে যাঁরা খুন হয়েছিলেন এমন বহু মানুষের পরিবার কিন্তু চাইছিলেন তাঁদের প্রয়াত প্রিয়জনের দেহাবশেষ খোঁজা হোক এবং তাঁদের হাতে ফেরত দেওয়া হোক। বস্তুত ২০০৭ সালে স্পেনের সংসদে একটি আইন পাশ করা হয় যা ফ্রাঙ্কো-জমানার নৃশংসতায় খুন-হওয়া অগণিত মানুষের পরিবারের এই অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় যে রাষ্ট্রের সহায়তায় তাঁরা তাঁদের পূর্বতনের দেহাবশেষ অনুসন্ধানের এবং ফিরে পাওয়ার দাবি জানাতে পারেন।

১৯৭৫ একটি সীমান্তচিহ্ন, বিশেষত ১৯৮২ সালের পর অগণিত মানুষ মাদ্রিদে পৌঁছে এগিয়ে গেছেন ওই হত্যাপ্রান্তরের দিকে। কারণ ততদিনে লোরকার নাম সারা দুনিয়ায় বিষাদ-প্রবাদ। স্পেন যখন জাতি জুড়ে এ-আলোচনায় মথিত হয়েছে কীভাবে মনে রাখা হবে গৃহযুদ্ধের বিক্ষত অতীতকে, সে-আলোচনারও কেন্দ্রে থেকেছে ওই একটি নাম, একটি বিনাশ — লোরকা। ফলে ওই হত্যাপ্রান্তরে বিচরণ-করা মানুষ কয়েক হাজার খুন হয়ে যাওয়া মানুষ যাদের শরীরও সমাহিত হয়ে আছে ওইখানেই গণকবরে, তাদের কথা সরিয়ে রেখে অথবা বিস্মৃত হয়ে ভেবেছে একটি শরীরের কথাই। ২০০২ সালে ভিসনারের মেয়র একটি খাড়াই পাথরের স্তম্ভ দাঁড় করিয়ে দেন ওখানে যেখানে লেখা তিনটি মাত্র শব্দ : *লোরকা এরান তোদোস*। তাঁরা সকলেই লোরকা।[২]

লোরকার মৃত্যু যথাযথ অর্থেই মহাকাব্যিক।

২. মিথ্যে কথা, কবিরা সব সময় সত্যদ্রষ্টা হয় না

স্পেনে অস্থির পালা-বদলের পালা শুরু হয় ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে। তার আগে অবশ্য রাজতন্ত্র ও সমরতন্ত্রের পারস্পরিক প্রশ্রয়ে সমরতন্ত্র-চালিত সাত বছরের শাসন জেনারেল প্রাইমো দ্য রিভিয়েরার অধীনে। ১৯৩১ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসে প্রজাতন্ত্রী সরকার, প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন মানুয়েল আজানা। দু-বছরের মধ্যেই আজানা সরকারের পতন হয়, ক্ষমতায় আসে দক্ষিণপন্থী জোট সরকার (নভেম্বর ১৯৩৩ থেকে জানুয়ারি ১৯৩৬)। নানা অস্থিরতায় এবং আর্থিক কেলেংকারিতে এই সরকার ভেঙে যায়। নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয় ১৬ ফেব্রুয়ারি। সামান্য ব্যবধানে ক্ষমতায় আসে

পপুলার ফ্রন্ট। ১৯ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন মানুয়েল আজানা।

কিন্তু মার্চ মাস থেকেই মাদ্রিদ সহ সমগ্র স্পেনে শুরু হয়ে ভয়ানক অস্থিরতা; প্রকাশ্যত অস্ত্রের আস্ফালন এবং খুনের রাজনীতি। বস্তুত অস্থিরতা, গুজব ও ঘৃণার রাজনীতির সূত্রপাত ঘটেছিল নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই। নির্বাচনের পরের দিনই, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ মাদ্রিদে প্রবল গুজব ছড়িয়ে পড়ে তিন সমরকর্তা মানুয়েল গোদেদ, এঞ্জেল রডরিগেজ দেল বাররিও, ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো-র নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে চলেছে। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের ইতিহাসকাররা মনে করেন গুজব নেহাত গুজব হওয়ার মতো ততখানি ভিত্তিহীন ছিল না। নির্বাচনের আগেই রাজতন্ত্রের পুনরুত্থানবাদী দলের মুখ্য নেতা হোসে কালভো সোতেলো হেঁকেই দিয়েছিলেন পপুলার ফ্রন্ট যদি ভোটে জিতে যায় দেশ-বাঁচানোর জন্যে সেনাবাহিনীকে ডেকে ক্ষমতা দখল ছাড়া কোনও পথ থাকবে না।

চোরাগোপ্তা খুন, শ্রমিক মহল্লায় অস্ত্র হাতে ফ্যালানহিস্টদের আস্ফালন; মার্চ থেকে জুলাইয়ের প্রথম আধখানা, এই পর্বের অস্থিরতা একটি চূড়ায় পৌঁছায় জুলাই মাসের ১৩ তারিখ সোমবার হোসে সোতেলো-র খুন-হওয়ার মধ্যে দিয়ে। ১৪ তারিখে ফ্যাসিস্ট-আদাবে সম্মান জানিয়ে তাঁকে সমাহিত করা হয়। এবং এই হত্যাই স্পেনকে গৃহযুদ্ধের দুয়ারে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়।[৩]

সম্ভবত ওই ১৩ তারিখেই লোরকা এই সিদ্ধান্ত করে ফেলেন তাঁকে গ্রানাদাতেই ফিরতে হবে এবং কোনও সময় নষ্ট না করে। অবশ্য এই সিদ্ধান্তের প্রস্তুতি নিশ্চয় শুরু হয়েছিল আরও কয়েকদিন আগে থেকেই। জুলাইয়ের ৫ থেকে ১১ তারিখের মধ্যে বন্ধুরা নৈশভোজে মিলিত হয়েছিলেন কার্লোস মোরলা লিঞ্চ-এর বাড়িতে। ছিলেন সমাজতন্ত্রী এবং পপুলার ফ্রন্ট মন্ত্রীসভার সদস্য ফার্নান্দেস দে লস রিয়োস। লোরকার মতোই গ্রানাদিনো দর্শনের অধ্যাপক রিয়োস বলছিলেন, 'ফ্রেনতে পপুলার ভেঙে যাচ্ছে আর দ্রুততর গতিতে বাড়ছে ফ্যাসিস্টরা। আমাদের নিজেদের ঠকানো উচিত নয়। পরিস্থিতি ভয়ানক, অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হবে।' সেই রাতে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল লোরকাকে, খুব। তিনি যা — সপ্রতিভ, বাকপটু, উজ্জ্বল, জীবনের প্রতি আস্থায় উথলিত, আশায় বিকীর্ণ — তার কিছুই যেন অবশিষ্ট নেই তাঁর মধ্যে। খুব কম কথা বলছিলেন তিনি, যেন শরীরে প্রাণ নেই, কোথায় খোয়া গেছেন তিনি, দূরে অনেক দূরে।

১১ তারিখে পাবলো নেরুদার সঙ্গে নৈশভোজে মিলিত হয়েছিলেন ফেদেরিকো ও তাঁর বন্ধুরা। ফেদেরিকো অস্থিরের মতো বারবার জিজ্ঞাসা করছিলেন, কী ঘটতে চলেছে? গৃহযুদ্ধ ঘটে যাবে নাকি? কী করা উচিত আমাদের?

এর পরই প্রায় বিস্ফোরণের মতো বলে উঠলেন, 'আমি গ্রানাদায় ফিরে যাচ্ছি।'[৪]

যেন গ্রানাদাই তাঁর কাছে সকল অমীমাংসা থেকে অদ্বিতীয় মীমাংসা, সকল অনিশ্চয়তা থেকে প্রশ্নহীন নিশ্চয়তা, সকল অনিরাপত্তা থেকে নিশ্চিত নিরাপত্তা, আশ্রয়ের নির্বিকল্প অন্তিমতা।

বটেই তো।

বন্ধুরা অবশ্য গ্রানাদায় ফেরত যেতে বারণ করেছিলেন। দিয়েজ পাস্তর বলেছিলেন, 'যেও না ফেদেরিকো, শোনো, তুমি দুনিয়ার যে কোনও জায়গার থেকে মাদ্রিদে বেশি নিরাপদে থাকবে।'

এমনকি বারণ করেছিলেন ফ্যালানহিস্ট লেখক অগাস্তিন দে ফোক্সা, 'মাদ্রিদ ছেড়ে কোথাও যেও না, অন্তত গ্রানাদায় যেও না, মাদ্রিদ যদি ছাড়তেই চাও বিয়াররিৎস চলে যাও!'

'বিয়াররিৎস গিয়ে কী করব আমি! গ্রানাদায় অন্তত আমি কাজ করতে পারব।'

কবি তিনি, সময়ের অলখ লিখনগুলি পড়তে চাইবেনই। ওই ১২ কিংবা ১৩ তারিখেই হবে, বন্ধু রাফায়েল মার্তিনেজ নাদাল-এর সঙ্গে দুপুরে একসঙ্গে খেয়েছেন, তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে

গেছেন মাদ্রিদের একটি প্রান্তের দিকে। মাঝপথে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন লোরকা। সামনের মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকেন, বলে ওঠেন, 'রাফায়েল, এই মাঠগুলো লাশে ভরে উঠতে চলেছে। আমার মন স্থির হয়ে গেছে। আমি গ্রানাদায় চলে যাচ্ছি, যাই হোক না কেন।'

লোরকাকে নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই চিরঞ্জীব কবিতায় একটি পঙক্তি আছে না! 'মিথ্যে কথা, কবিরা সব সময় সত্যদ্রষ্টা হয় না।'

হয় না। তাই আরও কাছের সত্যটা দেখতে পাননি কবি ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা : মাদ্রিদের অনেক আগেই লাশে ভরে উঠবে গ্রানাদার মাঠ এবং সেইসব মাঠে প্রথম দিকের একটি মৃত্যুফসল অবশ্যই তাঁর লাশ।

সুতরাং গ্রানাদায় তাঁকে ফিরতেই হবে।

৩. রক্তবিবাহের কবি

অথচ ১৯৩৬ সালের সেই গ্রীষ্মে গ্রানাদায় তো ফেরার কথাই ছিল না তাঁর। এমনকি হয়ত স্পেনেই থাকার কথা ছিল না। এপ্রিলেই তিনি সকলকেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে জুলাই মাসে মেহিকো ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন। সেখানে তিনি দেখবেন তাঁর নিজের নাটকগুলির প্রযোজনা আর একটি বক্তৃতা দেবেন সপ্তদশ শতকের কবি কুইভেদো নিয়ে। জুলাই মাসের ৫ তারিখে তাঁর বাবা-মা মাদ্রিদ থেকে গ্রানাদায় চলে এসেছেন, হয়ত তাঁর পরিকল্পনা ছিল বাবা-মায়ের কাছে এক সপ্তাহ কাটিয়ে চলে যাবেন মেহিকোয়, যোগ দেবেন তাঁর প্রিয় অভিনেত্রী মার্গারিতা সিরগু-র সঙ্গে। এমনকি ঠিক মাঝ-জুলাইয়ে গ্রানাদায় পৌঁছাবার পরও হয়ত ভাবছিলেন সে-কথা।[৫]

ফেদেরিকোর বন্ধুরা বিলক্ষণ জানতেন তাঁর এই পরিকল্পনার কথা। ১৫ জুলাই গ্রানাদার সংবাদপত্র এল ডিফেন্সর দে গ্রানাদা খবর ছেপেছিল, শিরোনাম ছিল : 'গার্সিয়া লোরকা এলেন গ্রানাদায়'। সেখানেই একটি বাক্য ছিল,' রক্তবিবাহের উজ্জ্বল কবি তাঁর বাবা মায়ের কাছে স্বল্প কয়েকদিন থাকতে চান।' খুব কাছের ভবিষ্যৎকেও কি দেখা সম্ভব? ডিফেন্সর-এর সম্পাদক কনস্তান্তিন রুইজ কার্নেরো ছিলেন লোরকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কার্নেরো জানতেন না আদৌ, লোরকার আগেই তাঁকে হাঁটতে হবে বধ্যভূমির দিকে।

ফেদেরিকোর জন্যে বধ্যভূমি প্রস্তুত হচ্ছিল আরও অনেককাল আগে থেকে। ফেদেরিকো কেন, স্পেনের ৬০ লক্ষ মানুষের জন্যে। ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনের পরদিনই, সামরিক অভ্যুত্থানের গুজবের কথা আমরা তুলেছিলাম। প্রস্তুতি যথেষ্ট নয় বুঝেই সমরকর্তারা সেদিন হয়ত পরিকল্পনা স্থগিত রেখেছিলেন। নয়া পপুলার ফ্রন্ট সরকারের কাছে সে-সব তথ্য অজানা ছিল না। নতুন মন্ত্রীসভা দায়িত্ব নেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই সমরমন্ত্রী জেনারেল কার্লোস মাসকুইলেট্-এর আদেশবলে জেনারেল ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো-কে সরিয়ে দেওয়া হল চিফ অফ জেনারেল স্টাফ-এর পদ থেকে। ক্যানারি আইল্যান্ডের কম্যান্দান্তে জেনারেলের পদ দিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল লাস পালমাস-এ। খুব সংগতভাবেই এই পদান্তরকে নির্বাসন হিসাবেই নিয়েছিলেন ফ্রাঙ্কো এবং প্রকাশ্যেই নয়া সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ ও বিদ্বেষ উচ্চারণ করতে থাকেন।

হয়ত মাদ্রিদ থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে সুবিধাই পেয়েছিলেন ফ্রাঙ্কো। দ্রুত ক্ষমতাদখলের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে থাকলেন ক্ষমতাসীন সরকারের নজরদারির চৌহদ্দির অনেকটা বাইরে অবস্থান করে। স্পেনের দখলে থাকা মরক্কোর মেলিল্লা শহরের একটি ছোট্ট গ্যারিসনের অফিসাররা প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে জুলাই মাসের ১৭ তারিখে। বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে সেউতা ও তেতুয়ান শহরে। পরের দিনই

জেনারেল ফ্রাঙ্কো ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের লাস পালমাস-এর উপর পূর্ণ দখল কায়েম করে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ ও সংলগ্ন মরক্কো-র বেতার কেন্দ্রগুলি থেকে স্পেনে জাতীয়তাবাদী উত্থান *এল মোবিমিয়েন্ত* ঘোষণাপত্র সম্প্রচার করে দিলেন। মাদ্রিদ বেতার থেকে অবশ্য পাল্টা ঘোষণা করা হয়েছিল দ্রুত, বলা হয়েছিল পপুলার ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর একটি অংশ মরক্কো থেকে অভ্যুত্থান শুরু করেছে। কিন্তু মূল ভূখণ্ড সম্পূর্ণ নিরাপদ।

মূল ভূখণ্ড আর নিরাপদ থাকল কতক্ষণ? সেভিল-এ গ্যারিসনকে পুরো দখলে নিয়ে বিদ্রোহ শুরু করে দিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষায় নিষ্ঠুরতায় ফ্রাঙ্কোর সবথেকে নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেল গনজালো কুইপে দে লানো। সেভিল বেতারকেন্দ্র দখল করে তিনি ঘোষণা করলেন, মূল ভূখণ্ডে গ্রানাদা, কার্ডোবা, জায়েন, এক্সত্রেমাদুরা, তোলেদো এবং মাদ্রিদের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বিজয়ী জাতীয়তাবাদী সামরিক বাহিনী। যদি কেউ বাধা দেয় সেই 'নীচ ইতর জনতাকে কুকুরের মতো গুলি করে মারা হবে।' সেভিল বেতারকেন্দ্র থেকে রাতে নিয়মিত ঘোষণা করেছেন কুইপো দে লানো, ঘৃণার উদ্গীরণে সেগুলি বেপরোয়া, 'মার্কসিস্ট ক্যানালা; জঞ্জালগুলোকে বুনো জন্তুর মতো নিকেশ করা হবে।'

গার্সিয়া লোরকার খুন হওয়া প্রসঙ্গে বহুল বাঙালি বয়ানে জেনারেল ফ্রাঙ্কো-র নাম উচ্চারিত হয় মসৃণ অভ্যাসের মতো।[৬] অথচ এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের কোনও সমরকর্তাদের মধ্যে কারও যদি কোনও প্রত্যক্ষ যোগ থাকে তিনি ওই জেনারেল কুইপো দে লানো। এ-প্রসঙ্গে আমাদের আরও খানিকটা পরে পৌঁছনোর কথা। আপাতত একটি তথ্য উল্লেখ্য, যে উল্লেখ খানিকটা প্রক্ষিপ্তই মনে হবে, অন্তত এখন : ১৯৩৬ সালে গ্রানাদার সামরিক প্রশাসন মিলিটারি কম্যান্ডারির অধীন ছিল যার কম্যান্ডার নির্দেশ গ্রহণ করতেন সেভিলের ক্যাপ্টেন-জেনারেলের কাছ থেকে।

সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে মাদ্রিদ বেতার থেকে গণ-প্রতিরোধের ডাক দিলেন কমিউনিস্ট নেতা দোলোরেস ইবারুরি : নারীরাও যেন প্রতিরোধে নামে হাতে ছুরি আর ফুটন্ত তেল নিয়ে। তারপর তাঁর সেই বাক্য যা পরবর্তীকালে প্রবচনে পরিণত হল; নো পাসরান। স্পেনীয় পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যার অনুবাদ এমন হতে পারে : পার হতে পারবে না।

এ-যুদ্ধডাক এবং আত্মবিশ্বাস তেমন শক্ত ভিত্তিসম্পন্ন ছিল না আদৌ। ফ্যাসিস্টরা যখন তাদের সকল সমরপ্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে তখনই জনতার দিক থেকে দাবি উঠেছিল, তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হোক। পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা হয়েছিল এ-দাবি। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী কাসারেস কুইরোগা স্পষ্ট বিবৃতি দিয়েছিলেন, কেউ যদি তাঁর অনুমতি ছাড়া মানুষের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার কাজ করে তাকে গুলি করে মারা হবে। এবং সব প্রদেশের গভর্নররাই এই আদেশ হুবহু পালন করে। ফলে জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্টদের জন্যে উত্থানের পথ মসৃণ হয়, এবং প্রায় নিরস্ত্র জনতার প্রতিরোধ পার হয়ে নৃশংসতার দিকে, ক্ষমতা দখলের দিকে নিশ্চিত এগিয়ে-যাওয়া সহজ হয়। ১৯ জুলাই মাদ্রিদ বেতার থেকে ঘোষণা করা হল : স্পেনের মানুষের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার যে ঘোষণা ফ্যাসিস্টরা করল নতুন সরকার তা গ্রহণ করছে।

সেদিনই শুরু হল জনতার জন্যে অস্ত্র বিতরণ। পুরোদস্তুর শুরু হয়ে গেল স্পেনের গৃহযুদ্ধ।

ঠিক এক মাসের মধ্যে গার্সিয়া লোরকাকে নিয়ে যাওয়া হবে বধ্যভূমির দিকে।

৪. ওরা যদি আমায় খুন করে

লোরকার জীবনীকার অবশ্য নিশ্চিত তিনি গ্রানাদায় তাঁদের পারিবারিক আবাসে চলে এসেছেন ১৪

জুলাই সকালবেলায়। কবির মায়ের নামে সে আবাস; হুয়ের্তা দে সান ভিসেন্তে। বাড়িটা কিনেছিলেন ফেদেরিকোর বাবা ১৯২৬ সালে। ডালিমের ঝোপে ফুল ফুটেছে টুকটুকে লাল। বাতাসে জুঁই আর গোলাপের আঘ্রাণ। ফেদেরিকোর ঘর দোতলায়। আলবাইসিন আর আলহামব্রা পাহাড়ের পা ছুঁয়ে ঢাল ক্রমশ নেমে এসেছে উর্বর সমতলের দিকে। সেই সমতলকে গ্রানাদিনোরা বলেন ভেগা। ফেদেরিকোর ঘর আর বারান্দা থেকে দূরে দেখা যায় উপত্যকার সবুজ আর আরও আরও দূরে সিয়েরা নেভাদার বরফ ঢাকা চুড়োগুলো।

ভাই পাকো আর বোন ইসাবেলকে নিয়ে মা-বাবার সঙ্গে গল্প হয়েছে অনেকক্ষণ। দিন গড়াতে বন্ধুদের পড়ে শুনিয়েছেন তাঁর নাটক বার্নাদা আলাবার আবাস। মন বসাতে চেয়েছেন এবার তাঁকে শেষ করতেই হবে, নাটক *আমার ভাইঝি অরেলিয়ার স্বপ্ন*। বাইরে অস্থির স্পেন, অস্থির তাঁর গ্রানাদা। ১৮ তারিখ থেকে বেতারে ঘোষণা পালটা ঘোষণা। ১৮ তারিখেই ফেদেরিকোর পারিবারিক সন্তের জন্মদিন। মোমবাতি ওয়াইন কেক। আনমনা ফেদেরিকো।

২০ তারিখ সোমবার অস্থিরতায় অস্বাভাবিক শহর গ্রানাদা। শহরতলি থেকে দল দল খেটে-খাওয়া আর গরিব মানুষ এসে জড়ো পৌরভবনের সামনে, চিৎকার করছে, অস্ত্র চাই, এখনই হাতিয়ার তুলে দাও আমাদের হাতে।

তাদের দাবি মানা হয়নি। সিভিল গভর্নর তোরেস মার্তিনেজ অস্বীকার করলেন শহরতলি আর শ্রমিক বসতি থেকে-আসা জনতার দাবি। যদিও গ্রানাদার সামরিক প্রধান মনেপ্রাণে রিপাব্লিকান, জেনারেল মিগুয়েল ক্যাম্পিনস অরা-এর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, তখন জনতার হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার সময়। মাঝেমাঝেই খণ্ডযুদ্ধ বাধছে রিপাবলিকের পক্ষে থাকা জনতা আর ফ্যালানহিস্টদের মধ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যে গোলন্দাজবাহিনী এবং সিভিল গার্ডরা সামরিক অভ্যুত্থানে যোগ দেয়। সবার শেষে যোগ দেয় অ্যাসল্ট গার্ডরা। গ্রেফতার করা হয় গ্রানাদার সেনাপ্রধান, সিভিল গভর্নরকে। সিভিল গভর্নরের পদ এবং ক্ষমতা দখল করেন হোসে ভালদেস গুজমান। কবির মৃত্যু প্রসঙ্গে এই ভালদেস-এর কথায় আমাদের ফিরতে হবে। সামরিক বাহিনীর একটি অংশ পৌঁছে যায় গ্রানাদার টাউন হলে এবং সেখানেই তারা গ্রেফতার করে শহরের মেয়র মানুয়েল ফের্নান্দেস মন্তেসিনোকে। ১০ দিন আগে, শহরের কাউন্সিলররা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর মেয়রের দায়িত্বে বেছে নেন সমাজতন্ত্রী এই চিকিৎসককে, যিনি ফেদেরিকোর বোন কোনচা-র স্বামী।

গোলন্দাজ বাহিনী দখলে নেয় শহর গ্রানাদার খানিকটা বাইরে, যেমন হয়, আরমিল্লা এয়ারোড্রোম। সেনাবাহিনীর আর একটি অংশ দখল করে, এ-ক্ষেত্রেও মূল শহরের বেশ খানিকটা বাইরে, এল ফারগু বিস্ফোরক কারখানা। দুটো দখলই সমর-কৌশলগত দিক থেকে নির্ণায়কভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। এ-প্রসঙ্গে আমাদের ততখানি যাওয়ার কথা নয়। শুধু এইটুকু বলে নেওয়া দুটো দখলই ছিল বিনা প্রতিরোধে। তেমনটা ঘটাই স্বাভাবিক ছিল, কারণ, প্রথমত: গ্রানাদার তদানীন্তন ক্ষমতাসীন কর্তারা তখনও আলোয় ছিলেন না, ঠিক কোন ভূমিকায় নামতে চলেছে সেনাবাহিনী, এবং গোপনে কতটা প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে, ষড়যন্ত্রের জাল কতটা বোনা সম্পূর্ণ করে নিয়েছে ক্ষমতা দখলের জন্যে; দ্বিতীয়ত, প্রজাতন্ত্রী স্পেনের পক্ষে থাকা জনতা তাদের আশঙ্কাসমেত দাবি সত্ত্বেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। আর প্রজাতন্ত্রী সরকারের পক্ষে থাকা গ্রানাদার সর্বোচ্চ কর্তারা যদি এতটাই অন্ধকারে থাকে শহরের আমজনতার অবস্থা অনুমেয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, ২০ জুলাই সোমবার, শেষ-দুপুর থেকে শহরের পথে মার্চ করতে শুরু করে সেনাবাহিনী। ফৌজের এই তৎপরতায় গ্রানাদার পথে-নামা জনতা উচ্ছ্বসিত, তারা ভাবে, ফ্যাসিস্টদের অভ্যুত্থানকে গুঁড়িয়ে দিয়ে প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করতেই নিশ্চয় জনতার প্রতি ভ্রাতৃত্বে

অনুগত সেনাবাহিনী ব্যারাক ছেড়ে বার হয়ে এসেছে জেনারেলের নির্দেশে। বামপন্থী জনতা সহর্ষে বাহিনীকে অভিবাদন জানায়, মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে কুর্নিশ জানায়। ঠিক তখনই সেনাবাহিনী রাইফেলের নল উল্লসিত জনতার দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে হঠাৎ টানা গুলি চালিয়ে মুহূর্তে বেশ কিছু লাশের জন্ম দিয়ে তাদের পথের উপর ফেলে রেখে পথ মুহূর্তে ফাঁকা করে নেয়। সন্ধেবেলাতেই গ্রানাদা বেতার থেকে ঘোষণা করা হল : গ্রানাদিনোগণ! সেনাবাহিনী পথে রয়েছে, এই মুহূর্তে গ্রানাদা সমগ্র স্পেনের মুক্তির জন্যে জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানে যোগ দিল।

মুহূর্তে শুনশান সমগ্র গ্রানাদা।

১৪ তারিখ থেকে ২০ তারিখ এই ক-দিন কী করছিলেন লোরকা ?

১৮ তারিখ লোরকাদের পরিবারের সন্ত ফেদ্রিক-এর প্রতি শ্রদ্ধায় পারিবারিক উদযাপন। তাঁরই নামে গার্সিয়া ও তাঁর বাবার নামকরণ। আত্মীয়জনদের সমাবেশ, মোমবাতি, কেক ও ওয়াইন। ততক্ষণে সেভিলে কুইপে দে লানোর অভ্যুত্থানের কথা জানা গেছে বেতার মারফত। পারিবারিক উৎসবের দিনেও বিষণ্ণ ফেদেরিকো। ২০ তারিখ সমগ্র বিপর্যয়ের আরও কাছাকাছি। সেদিনই পরিবার জেনে গেছে, পৌরভবন থেকে গ্রেফতার হয়েছেন কোনচা-র স্বামী মানুয়েল ফের্নান্দেস মন্তেসিনো।

২০ তারিখ রাত থেকেই গ্রানাদার উত্তরে পাহাড়-কিনারার দিকে আলবাইসিন-এর খেটে-খাওয়া শহরতলি বুঝতে পেরেছিল, সবটাই তাদের হাতের বাইরে চলে গেছে। জ্বরগ্রস্তের মতো, পাগলের মতো তারাই একমাত্র খানিকটা প্রতিরোধ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল ২১ তারিখ সকাল থেকে। সে-প্রতিরোধ এবং ২৩ তারিখ সকাল পার না হতেই দেদার হত্যার মধ্যে দিয়ে সে-প্রতিরোধ সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেওয়ার বৃত্তান্ত আমরা বলছি না। সে বৃত্তান্ত স্বতন্ত্র অধ্যায় দাবি করে বৈকি!

২৫ তারিখ জার্মান জাঙ্কার নেমেছে আরমিল্লা এরোড্রমে, স্পেনের ফ্যাসিস্ট সমরকর্তারা এসেছেন জার্মান জাঙ্কার চেপে। উদ্দেশ্য নয়া ফ্যাসিস্ট ফৌজ এবং গণফৌজ গঠন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গ্রানাদা দখল করা হলেও গ্রানাদার খুব কাছেই ছিল প্রজাতন্ত্রীদের শক্ত ঘাঁটি, তাছাড়া শহরের মধ্যেও পপুলার ফ্রন্টের সমর্থকদের অভাব ছিল। যথেষ্ট হুঁশিয়ার ছিল ফ্যাসিস্টরা। এবং শহরের মধ্যে থেকে পপুলার ফ্রন্টের সমর্থকদের চিরুনি তল্লাশি করে খুঁজে এনে বধ্যভূমির দিকে ধাক্কিয়ে এগিয়ে দেওয়ার কাজটা করেছিল সিভিল মিলিশিয়া অথবা দেদার অসংগঠিত এলোমেলো খুন।

৩০ জুলাই প্রজাতন্ত্রী মিলিশিয়ার একটি শক্তিশালী দল হুয়েতোর সান্তিলিয়ার দিক থেকে গ্রানাদায় ঢুকে পড়তে অভিযান চালায় এবং ব্যর্থ হয়। জাতীয়তাবাদীদের পালটা হামলায় অসংখ্য মৃতদেহ গোলাবারুদ ফেলে রেখে রিপাবলিকান মিলিশিয়া পিছু হটে যায়। তার আগের দিন ২৯ জুলাই প্রথম রিপাবলিকান বোমাবর্ষণ শুরু হয় গ্রানাদা শহরের উপর। অত্যন্ত দুর্বল, অকেজো এবং ব্যর্থ বোমাবর্ষণ। একটিও ফ্যাসিস্ট সামরিক ঘাঁটির তিলমাত্র ক্ষতি করতে পারেনি এই বোমারু হানা। উলটে দারুণ সুবিধা দিয়েছিল ফ্যাসিস্টদের। আলহামব্রা-র দিকটাতে জনবসতের যেটুকু ক্ষতি হয়েছিল, এবং সাধারণ মানুষ যে-কজন মারা গিয়েছিল তাকে প্রচারে আনা গিয়েছিল এবং প্রতিটি ব্যর্থ বোমাবর্ষণের পর বড় একদল মানুষকে জেলখানা থেকে বার করে গণকবরখানার দিকে নিয়ে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারার মোলায়েম অজুহাত পাওয়া গিয়েছিল। দু-সপ্তাহ ধরে চলেছিল বোমাবর্ষণ।

মায়ের নামে গৃহস্থালিতে রয়েছেন গার্সিয়া। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে বাঙালি কৈশোর লোরকার যে মূর্তি গড়ে বুকের ভিতর, তেমন নির্ভীক তিনি হয়ত ছিলেন না আদৌ। বরং বেশ খানিকটা ভীতুই ছিলেন, এমন বলছেন তাঁর জীবনীকাররা। বোমাবর্ষণের গ্রানাদায় হত্যাখচিত গ্রানাদায় তাঁর দিনগুলির একটি আভাস পাওয়া যায় মন্তেসিনো পরিবারের ছোটরা যাঁর হাতে মানুষ সেই এঞ্জেলিনা

কর্ডোবিল্লার স্মৃতিচারণ থেকে। ২০ তারিখের আগে কোনচা তাঁদের তিন শিশু সন্তানকে নিয়ে মায়ের বাড়িতে ছিলেন। এই বাড়িতেই থাকার সময়েই মন্তেসিনোর গ্রেফতারের খবর আসে। এঞ্জেলিনা বলেছিলেন, সেনর ফেদেরিকো সাহসী ছিলেন না। তিনি খুব ভয় পেয়েছিলেন। ওরা যখন মারছে, খুন করছে, জানেন আমায় কি বলেছিলেন ফেদেরিকো। তিনি বলেছিলেন, আচ্ছা এঞ্জেলিনা, ওরা যদি আমায় খুন করে, তুমি কি খুব কাঁদবে?

তুমি সেই এক কথা বলে যাও।

খুব নরম মানুষ ছিলেন ফেদেরিকো। তাঁর পাশের মানুষ কেউ না খেয়ে থাকতে পারত না। রাতে যখন বোমা পড়তে শুরু করল আমি আর সেনোরিতা কোনচা ছুটে নিচে গিয়ে বড় পিয়ানোর আড়ালে লুকোতাম। যখন শুনতে পেতাম ওরা আসছে, আমরা পিয়ানোর তলায় লুকোতাম। তখন ওই হতভাগ্য নরম মানুষটা ড্রেসিং গাউন পরেই দোতলা থেকে নেমে আসত আর বলত, এঞ্জেলিনা, আমার খুব ভয় করছে, দাঁড়াও আমি তোমাদের কাছে আসছি। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছি...

তিনি আমাদের পাশে এসে পিয়ানোর আড়ালে লুকোতেন।

এইবার, এইবার মৃত্যুকে কি খুব কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছেন লোরকা?

অথবা ঠিক তা নয়, জীবন ও মৃত্যুর, আশা ও নিরাশার ছায়াগুলি তাঁর সামনে দুলে দুলে উঠছে লহমায় লহমান্তরে। কখনও কোনও একটি ছায়া রোদ্দুরের মতো গাঢ় হয়ে উঠলে অপরটি বিলীন হয়ে যায় কুয়াশায়, সাময়িক অন্তরালে। যদি জীবনের প্রতি ভরসা জেগে থাকে প্রবল, মৃত্যুভয় বিস্মরণে নিরুদ্দেশ আপাতত।

জুলাই পার হয়ে আগস্ট। ৯ আগস্ট হুয়ের্তা-য় এসেছিলেন মাদ্রিদের বিশিষ্ট স্থপতি আলফ্রেদো রডরিগুয়েজ ওরগাজ। তিনি জানতেন ২০ জুলাইয়ের পর গ্রানাদায় তাঁর জীবন বিপন্ন। এখান থেকে পালাবার পথ খুঁজতেই তিনি ফেদেরিকোর বাবার পরামর্শ ও সাহায্য চাইতে এসেছিলেন। এক কথায় সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন ফেডেরিকোর বাবা। বলেছিলেন, তাঁর কয়েকজন বন্ধু সেই রাতেই আলফ্রেদোকে সিয়েরা নেভাদা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে, যেখান থেকে আলফ্রেদো সহজেই রিপাবলিকান এলাকায় পৌঁছে যেতে পারবেন।

ঠিক সে সময়ে ফেদেরিকো তুমুল আশায় আত্মবিশ্বাসী। রেডিয়োতে শুনছিলেন সমাজতন্ত্রী নেতা ইন্দালেসিও প্রিয়েতো-র ভাষণ। ফেদেরিকো বলছিলেন, গ্রানাদা ঘিরে রয়েছে রিপাবলিকানরা। যে কোনও মুহূর্তে সামরিক অভ্যুত্থান ভেঙে পড়বে।

ওই ৯ তারিখ থেকেই হুয়ের্তায় ফ্যালানহিস্টদের হানা।

লোরকার জীবনীকার অবশ্য বলছেন, দিনটা ছিল আরও আগে; আগস্ট মাসের ৬ তারিখ। ওইদিনই ফ্যালানহিস্টদের প্রথম দলটা হুয়ের্তা-য় হানা দেয়। অভিযোগ : বাড়িতে থাকা গোপন রেডিয়ো থেকে ফেদেরিকো যোগাযোগ রাখছেন মস্কো-র সঙ্গে। সেই রেডিয়ো তারা খুঁজে বার করতে চায়। এবং ওইদিনই দুপুরের খাওয়ার সময় এসেছিলেন আলফ্রেদো।

৯ তারিখের হানা তৃতীয় ফ্যালানহিস্ট হানা, এবং সেটা হুয়ের্তা-র কেয়ারটেকার গ্যাব্রিয়েল-এর খোঁজে। সেদিনই দুর্ব্যবহার করা হয় ফেদেরিকো গার্সিয়ার সঙ্গে। তাঁকে দেখিয়ে বলা হয়, এই উৎকট[৭] লোকটা ফের্নান্দো দে লস রিওস-এর বন্ধু।

লোরকা অবশ্য সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। বলেন, রিওস কেন আমার সঙ্গে অনেক দলের মানুষেরই বন্ধুত্ব আছে। আমি কোনও রাজনীতির লোক নই।

লোরকার সমকামী অবস্থান নিয়েও প্রকাশ্যে বলা হয়। তাঁকে ধাক্কা দেওয়া হয়, ফেলেও দেওয়া হয়

সিঁড়িতে,গায়েও হাত দেওয়া হয়। লোরকা বুঝে নেন, তাঁর পরিচিতির একেকটি প্রান্ত ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে ফ্যালানহিস্টদের কাছে, যে পরিচিতিগুলির জন্যে নয়া জমানার কাছে তাঁর রেহাই পাওয়ার কথা নয়। বুঝলেন, হুয়ের্তা, তাঁর স্ববাস, তাঁর মায়ের নামে আবাস আর নিরাপদ নয় তাঁর কাছে। তাঁর হুয়ের্তা-বাসের দিন শেষ হয়ে এসেছে।

তিনি ফোন করলেন, ভেবেচিন্তেই ঠিকঠাক ফোন করলেন লুইস রোসালেসকে।

৫. রোসালেসদের বাড়ি

লুইস রোসালেস অবশ্য বলছেন লোরকার কাছ থেকে ফোন পাওয়ার দিনটা ছিল ৫ আগস্ট।

লুইস রোসালেস কবি, কবিতা-সমালোচক, ফেদেরিকোর আদ্যন্ত অনুরাগী। লুইস রোসালেসের দুই ভাই হোসে এবং আন্তোনিও ছিলেন গ্রানাদার প্রথম সারির ফ্যালানহিস্ট। সুতরাং লুইস রোসালেসকে ফোন করা এবং তাদের বাড়িতে আশ্রয় চাওয়া; এই একটা কাজ অন্তত খুব ঠিকঠাক করেছিলেন গার্সিয়া লোরকা।

সম্ভবত ভাই গেরারদো-কে সঙ্গে নিয়ে চলে এসেছিলেন লুইস। লোরকার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়, আলোচনায় ছিলেন গার্সিয়া লোরকার বাবা-মা এবং কোনচিতা। ফ্যালানহিস্টরা যতবার এসেছে গার্সিয়ার কাগজপত্রই খুঁজে দেখতে চেয়েছে, তাকেই হেনস্থা হতে হয়েছে বেশি। সুতরাং গণ্ডগোল আর না-বাড়ানোর জন্যই গার্সিয়ার অন্য কোথাও চলে যাওয়া ভাল।

লোরকা যে খুন হয়ে পারেন, এমনটা তখন কেউই ভাবেনি। না লোরকা, না তার বাবা মা। লুইস বলেছেন, তাহলে তো অন্যভাবে ভাবা যেত। এমনকি লুইস নাকি এই প্রস্তাবও দিয়েছিলেন যে তাদের পক্ষে ফেদেরিকো গার্সিয়াকে গ্রানাদা পার করে রিপাবলিকান এলাকায় পৌঁছে দেওয়া কঠিন কাজ নয়। লোরকাই পিছিয়ে এসেছেন ভয়ে। ফ্যালানহিস্ট এবং রিপাবলিকান, এই দুই জোনের মাঝে নো ম্যানস ল্যাণ্ডে একা হেঁটে-যাওয়া তাঁর মতো স্বভাবত ভীরু মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। লুইস বলেছেন, গার্সিয়া লোরকা যেটা ভাল মনে করবেন তাই করা যাবে।

লোরকা চলে এসেছেন হুয়ের্তা থেকে ১ আঙ্গুলা স্ট্রিটে রোসালেসদের বাড়ি। তাঁর শেষ আশ্রয়।

ফেদেরিকো হুয়ের্তা ছেড়ে যাওয়ার পর আরও বেড়েছে আরও বেড়েছে ফ্যালানহিস্ট হানা। এদের মধ্যে গ্রানাদার বাছাই বেশ কয়েকজন খুনে। গার্সিয়াকে না পেয়ে এদের আক্রোশ আরও বেড়ে যায়। লুইস রোসালেস বারংবার বলে গিয়েছিলেন, ফেদেরিকোকে যে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এটা যেন গোপন রাখা হয়। এমনকি গার্সিয়ার বাবাকেও যদি মেরে ফেলা হয় তাও যেন কিছু না বলা হয়, না বলা হয় তিনি কোথায় রয়েছেন।

লোরকা-হত্যা নিয়ে তাঁর অসামান্য বইটি লেখার পথে আয়ান গিবসন ১৯৬৬ এবং ১৯৭৮ লোরকার পারিবারিক বলয়ের যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এঞ্জেলিনা কর্দোবিল্লা গঞ্জালেজ-এর সাক্ষাৎকার। ততদিনে ১৯৩৬ সালে যাঁরা প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, লোরকার বাবা-মা, বোন কোনচা, সকলেই প্রয়াত হয়েছেন। লোরকা যে রোসালেস-পরিবারে আছেন, এই গোপনীয়তা ফাঁস হওয়ার জন্য এঞ্জেলিনা দায়ী করেছেন কোনচা-কে। ফ্যালানহিস্টরা যখন ফেদেরিকোকে না পেয়ে বাবা গার্সিয়া রডরিগেজকে বাড়ি থেকে বার করে গাড়িতে তুলছে, তখনই আতঙ্কে কোনচা বাবাকে বাঁচানোর জন্যে বলে দিয়েছিলেন কোথায় রয়েছেন লোরকা।

১ আঙ্গুলো স্ট্রিটের রোসালেসদের বাড়িতে দোতলায় রয়েছেন গার্সিয়া লোরকা। লোরকা-পরিবারে

এঞ্জেলিনা ছাড়া কাউকেই যেখানে জীবিত পাননি আয়ান গিবসন, রোসালেস-পরিবারের ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু ১৯৭৮ সালেও জীবিত পেয়ে গিয়েছেন খোদ লুইস রোসালেস এবং তাঁর বোন এস্পেরাঞ্জা-কে যাঁরা লোরকার শেষ দিনগুলির নিবিড় সাক্ষী। অন্তরীণ সেই দিনগুলিতে আরও দু-জন খুব কাছ থেকে দেখেছেন লোরকাকে; রোসালেস-দের মা এবং তাঁর দিদি আন্ট লুইসা কামাচো। অপমানে, আশঙ্কায় বিধ্বস্ত, ভয়ে হিম হয়ে যাওয়া গার্সিয়া ক্রমশ স্বাভাবিকতার কিনারার দিকে এসেছেন এই তিন মহিলার স্নেহে ও সাহচর্যে। একটু একটু করে লিখতে বসেছেন, রাতে লুইস ফিরে এলে তাকে বলেছেন তাঁর আগামী পরিকল্পনার কথা। প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়েছেন, যদিও জাতীয়তাবাদীদের পক্ষের কাগজ ছাড়া আর কোনও কাগজ পাননি। আন্ট লুইসা-র রেডিয়ো থেকে রিপাবলিকান ও প্রজাতন্ত্রী; উভয় পক্ষের অনুষ্ঠান ও ঘোষণা শুনেছেন। আন্ট লুইসা-কে শুনিয়েছেন মধ্যযুগের সন্ত-কবি গঞ্জালো দে বেরসেও-র কবিতা, স্মৃতি থেকে, হ্যাঁ পূর্ণত স্মৃতি থেকে। রিপাবলিকান-জাতীয়তাবাদী দুই পক্ষের ঘাঁটিতে বিভক্ত অবরুদ্ধ স্পেনের বিভিন্ন শহরে আটকে আছে নানা পরিবারের সদস্যরা। গার্সিয়ার ছোট বোন ইসাবেল আটকে আছে মাদ্রিদে। যেমন এস্পেরাঞ্জা-র বাগদত্তও। এস্পেরাঞ্জাকে তিনি মজা করে ডাকতেন, লা *দিভিনা কারসেলেরা*; আমার ঈশ্বরী জেলার! এস্পেরাঞ্জা দুশ্চিন্তায় বিষণ্ণ হলে লোরকা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন, আশায় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সন্ধের পিদিম জ্বেলেছেন, 'ভয় পেও না, তোমার প্রিয় মানুষের কোনও খারাপ হবে না। সব মিটে গেলে একদিন আমরা তিন জন মিলে আমার পরের নাটকের প্রথম সন্ধেতে যাব।' মাঝে মাঝেই টেলিফোনে কথা বলেছেন বাবা-মায়ের সঙ্গে। হয়তো টেলিফোনের মাধ্যমেই জেনেছেন ১৬ তারিখ ভোরবেলা আরও ২৯ জনের সঙ্গে জেল থেকে বার করে গুলি করে খুন করা হয়েছে মানুয়েল ফের্নান্দেস মন্তেসিনোকে। বুক-ভাঙা হাহাকারে ডুকরে উঠেছেন ফেদেরিকো, 'হতভাগ্য কোনচা, ওর কী হবে! ওর ছোট ছোট বাচ্চাগুলোর কী হবে!'

গার্সিয়া লোরকা জানতেন না, এমনকি প্রিয়জনের জন্য শোকেরও যথেষ্ট সময় আর তিনি পাবেন না। আগস্ট মাসের ওই ১৬ তারিখেই দুপুর ১টা নাগাদ তাঁকে গ্রেফতারের জন্য তুমুল আয়োজন শুরু হয়ে যায়। আঙ্গুলো স্ট্রিটের সব কটা মোড়ে সশস্ত্র বাহিনী, সশস্ত্র লোকজন বাড়ির ছাদেও। যে লোরকা জোরে গাড়ি চালালেও ভয় পেতেন, তাঁকে গ্রেফতার করতে সশস্ত্র মানুষের দেদার মোতায়েন।

এ-হেন পুরোদস্তুর প্রস্তুতির পর রুইজ আলোনসো সমেত অন্তত পাঁচ জন লোরকাকে গ্রেফতার করতে এলে রুখে দাঁড়ান রোসালেসদের মা। তিনি মুখের উপর জানিয়ে দেন, তাঁর ছেলেদের অনুপস্থিতে তিনি গার্সিয়াকে কোথাও নিয়ে যেতে দেবেন না। আধঘণ্টা ধরে তিনি ফোনের মাধ্যমে ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে প্রবল চেষ্টা করেন, শুধু যোগাযোগ করতে পারেন মিগুয়েল-এর সঙ্গে যে ছিল ফ্যালানহিস্ট সদর দফতরেই। মিগুয়েল চলে আসেন।

বাড়ির দোতলার ঘর থেকে লোরকা দেখছিলেন সব। তাঁকে নিয়েই বাড়ির একতলায় অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। এস্পেরাঞ্জা ছুটে আসে দোতলায়, জানায় গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে এসেছে রুইজ আলোনসো। তৈরি হয়ে নেন ফেদেরিকো। পিয়ানোর মাথায় একটি পবিত্র হৃদয়-চিহ্ন। আন্ট লুইসা দাঁড়িয়ে ছিলেন কাছেই। লোরকা বললেন, 'আসুন আমরা প্রার্থনা করি, তিন জনে মিলে। তাহলে আর কিছু হবে না।' বার হওয়ার সময় লোরকা ধন্যবাদ জানালেন তিন নারীকে। এস্পেরাঞ্জাকে বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে হাত মেলাব না, কারণ আমি চাই না তুমি ভাবো যে আর আমাদের কখনও দেখা হবে না।'

তাঁকে গ্রেফতারির জন্যে আনা ওকল্যাণ্ড গাড়িতে উঠে অবশ্য ভয় পেয়েছিলেন লোরকা, ভয়ে কাঁপছিলেন তিনি। সিভিল গভর্নমেন্ট অফিসে আনা হয় তাঁকে, তল্লাশির পর কয়েদ রাখা হয় একটি ঘরে। মিগুয়েল রোসালেস তাঁকে আশ্বস্ত করেন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, লোরকার কোনও বিপদ হবে

না, খুব তাড়াতাড়ি তিনি ফিরে আসবেন হোসে-কে নিয়ে।

কোনও আশ্বাস, কোনও আশা ও অভয়ই আর অবয়ব পাবে না ফেদেরিকো গার্সিয়ার জন্য। বরং ভীষণ ভয়প্রবণ লোরকার ভয়গুলোই রোমশ শরীর পেতে শুরু করেছে তখন।

৬. কফি, অনেকটা কফি

লোরকাকে অভয় দিলেও মিগুয়েল অবশ্য নিজে ভয় পেয়েছিলেন খুব। ভালদেস-এর কুখ্যাত বাহিনী যদি রাতেই জেরা শুরু করে...তিনি যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেন হোসে-র সঙ্গে। রোসালেস ভাইদের মধ্যে হোসে-ই ছিলেন সবথেকে প্রতিষ্ঠিত ফ্যালানহিস্ট নেতা, গ্রানাদার তিন সেক্টর-প্রধানের অন্যতম। যোগাযোগ করা যায়নি। হোসে ভেগা অঞ্চলে আউটপোস্ট পরিদর্শনে শহরের বাইরে ছিলেন।

রাতে বাড়ি ফিরে সব শুনে স্তম্ভিত হয়েছিলেন রোসালেস। তিনি দ্রুত বেরিয়ে যান, হোসে এবং আরও কয়েকজন ফ্যালানহিস্ট নেতা-কর্মীকে সঙ্গে নিয়েই সেই রাতেই সিভিল গভর্নর ভালদেস-এর মুখোমুখি হতে চান। ভালদেস-এর দেখা পাওয়া যায়নি। সেই রাতেই ভালদেস নাকি আশ্বস্ত করেছিলেন হোসে-কে যে লোরকার কোনও বিপদ ঘটবে না। সেই আশ্বাস নিয়ে হোসে দেখাও করেছিলেন লোরকার সঙ্গে। ১৬ তারিখেই রোসালেস পরিবার থেকে টেলিফোনে খবর দেওয়া হয়েছিল হুয়ের্তা-য়। একই দিনে লোরকা-পরিবারে ভয়ানক দুটো খবর।

পরের দিন সকালে লোরকার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন এঞ্জেলিনা। সঙ্গে কফি, ফলের ঝুড়ি আর তামাক। উপরতলার একটি ঘরে কয়েদ ছিলেন লোরকা। গার্সিয়া বলে উঠেছিলেন, 'এঞ্জেলিনা তুমি!'

এঞ্জেলিনা বললেন, 'হতভাগ্য ছেলে আমার!'

'তুমি কেন এসেছ এঞ্জেলিনা?' বললেন গার্সিয়া।

'তোমার মা আমায় পাঠিয়েছেন।'

১৭, ১৮ এবং ১৯ আগস্ট — পরপর তিন দিন সকালে গিয়েছিলেন এঞ্জেলিনা। প্রথম দু-দিন দেখা হয়েছিল। তৃতীয় দিন সকালে বলা হয়েছিল লোরকা আর সিভিল গভর্নমেন্ট বিল্ডিং-এ নেই। এঞ্জেলিনাই লোরকার দেখা শেষ প্রিয়মুখ।

লোরকার মুক্তির জন্যে তুমুল চেষ্টা চালানো হয় রোসালেস পরিবার থেকে। ১৭ আগস্ট সকালে মিলিটারি কম্যাণ্ডারি থেকে লোরকার মুক্তির হুকুমনামাও বার করে ফেলেন হোসে রোসালেস। বুকভরা স্বস্তি নিয়ে সিভিল বিল্ডিং-এর পথে হোসে। ভালদেস-এর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। ভালদেস তাঁকে বলে, 'বড্ড দেরি হয়ে গেছে। রাতেই লোরকাকে নিয়ে যাওয়া হয়ে গেছে।'

আসলে লোরকাকে আঁটঘাট বেঁধেই খুন করার জন্যই খানিকটা সময় চুরি করে নিলেন ভালদেস, এবং নিপাট একটা মিথ্যায় রোসালেসদের সমস্ত উদ্যোগকেও খুন করে নিলেন।

আরও একটা কথা যোগ করলেন ভালদেস হোসে-র মুখের উপর, 'এখন আমরা তোমার শিশু ভাই লুইস-এর ব্যাপারটা দেখতে যাচ্ছি।'

সিভিল গভর্নমেন্ট অফিস থেকে একটা রেডিয়ো মারফত ভালদেস যোগাযোগ রাখতেন সেভিলে জেনারেল কুইপো দে লানো-র সঙ্গে। ১৬ থেকে ১৮ আগস্ট কোনও রাতে জেনারেল দে লানো-র সঙ্গে যোগাযোগ করে নেন ভালদেস:

'আপনাকে তো বলেছি ওই কবিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখানে রয়েছে দু-দিন হয়ে গেল।

ওকে নিয়ে এখন কী করা হবে?'

'ওকে কফি খেতে দিন। অনেক, অনেকটা কফি!' কুইপো দে লানো-র উত্তর।

অনেক, অনেকটা কফি; এই সংকেতেই বধ্যভূমির দিকে গার্সিয়া লোরকার পথ নিশ্চিত হয়ে যায়।

৭. আইনাদামার

রোসালেসদের বাড়ি থেকে যখন গ্রেফতার করা হয় গার্সিয়া লোরকাকে, মিগুয়েল রোসালেস প্রশ্ন করেছিলেন, ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ কী?

আমরা যে প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছিলাম, কেন মৃত্যু? তার কাছাকাছি এসে পড়েছি বোধহয়।

একটা উত্তর দিয়েছিলেন গ্রেফতার করতে-আসা ফ্যালানহিস্টদের নেতা লুইজ আলোনসো, 'বন্দুক হাতে অন্যেরা যা ক্ষতি করেছে উনি তার থেকে বেশি ক্ষতি করেছেন কলম দিয়ে।'

উত্তরটা একটু বানানো ঠেকে, কিন্তু একেবারে অস্বীকার করার নয়। তাঁর নাটক ইয়ারমা-তে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন খোদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে। তাঁর শেষ জন্মদিনের ৫ দিন পরে *এল সল*-এ যে সাক্ষাৎকার তিনি দিলেন তাতে ১৪৯২ সালে রাজা ফের্দিনান্দ ও রানি ইসাবেলা-র হাতে আরবদের কাছ থেকে স্পেন পুনরায় দখল নেওয়া প্রসঙ্গে বড় বেশি স্পষ্টবাক তিনি। তাঁর মতে ওটা একটা চূড়ান্ত ধ্বংসাত্মক ঘটনা, 'যদিও স্কুলে ঠিক উলটোটা শেখানো হয়।' লোরকা বলে চললেন, 'একটি প্রশংসনীয় সভ্যতা, এবং কবিতা, স্থাপত্য এবং রুচির পরিশীলন যা দুনিয়ায় অতুলনীয় — সব শেষ হয়ে গেল। আর ওই শেষ পথ করে দিল এক অবক্ষয়গ্রস্ত, বুদ্ধিবিবিক্ত, পোড়োভূমির জন্যে যেখানে আজ বাস করে স্পেনে সবথেকে কুৎসিত বুর্জোয়াজি।' ক্যাথলিক ধর্মমোহের আবেশকে, মুসলমানদের হাত থেকে স্পেন পুনরুদ্ধার — রিকংকুইস্তার প্রবাদকে পুরোপুরি ব্যবহার করা ফ্যাসিস্টদের পক্ষে এতটা সহ্য করা সহজ ছিল না। তাছাড়া তাঁর মতো সমকামীর জন্যে আদর্শ ক্যাথলিক রাষ্ট্রে জায়গা কোথায়!

নিজেকে ফেদেরিকো যতই অরাজনৈতিক বলুন, রিপাবলিকান এবং উভয় শিবিরে যতই তাঁর সুহৃদ ও অনুরাগী থাকুক, রিপাবলিকানদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের নিবিড়তা কি অস্পষ্ট ছিল আদৌ! তাঁর ভগ্নিপতি মানুয়েল মন্তেসিনো-র কথা ছেড়ে দিলেও রিপাবলিকানদের প্রতি লোরকা-পরিবারের দুর্বলতার খুব গোপন ছিল না গ্রানাদায়। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬, যেদিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে স্পেনে লোরকার মা ভিসেন্তে বলছিলেন, 'যদি আমরা না জিতি, ওরা যদি আমাদের খুন না-করে ফেলে অন্তত স্পেনকে গুডবাই জানাতেই হবে।' রুচিতে, চেতনায় উজ্জ্বল ভিসেন্তে কৃষকদের সাক্ষর করার জন্যে বিনা বেতনের বিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন নিয়মিত।[৮] খুব স্বভাবিকভাবেই সেই দুঃসহ বছর ১৯৩৬ সালের শেষ দিকে লোরকা-র বাবা রডরিগেজকে চিহ্নিত করা হয় ফ্রেনতে পপুলার-এর মিলিট্যান্ট মিত্র এবং জাতীয়তাবাদীদের বিপজ্জনক শত্রু হিসাবে। বাজেয়াপ্ত করা হয় তাঁর সম্পত্তি। এর থেকে অনেক কম সন্দেহের গন্ধ পাওয়া মানুষকে অতি সামান্য বিচার-বিবেচনা ব্যয় করেই গণকবরে পাঠানো হয়েছিল। বরং লোরকা বোধ করি আগেভাগেই বধ্যভূমিতে এগিয়ে গোটা পরিবারের জন্যে সেদিকের পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

তা ছাড়া সেদিনের গ্রানাদার বৃহদাংশ উজ্জ্বল মানুষকেই তো ফ্যাসিস্টদের গুলিতে কবরে পাঠানো হয়েছিল নিশ্চিন্তে, না-চিহ্নিত কবরে। বিশেষত যাঁরা জনপ্রিয়, মেধাভিত্তিক পেশায় প্রতিষ্ঠিত এবং মানুষের পাশে থাকেন। খুন করা হয়েছিল গ্রানাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশুরোগ-বিশেষজ্ঞ রাফায়েল গার্সিয়া দুয়ার্তে, স্থপতি হোসে দে সান্তা ক্রুজ, গ্রানাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর আরব-বিশেষজ্ঞ সালভাদোর ভিলা, একদা

স্পেনের তরুণতম অধ্যাপক রাজনৈতিক আইন বিশেষজ্ঞ গার্সিয়া লাবেল্লাখ; তালিকার তল পাওয়া কঠিন হবে। সুতরাং সেদিকে না গিয়ে এটুকু বলে নেওয়াই ভাল; এ-তালিকায় ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার নাম থাকবে না, তাই হয় নাকি!

সুতরাং গার্সিয়া লোরকার খুন হয়ে-যাওয়া কোনও অঘটন নয়, প্রাকৃতিক আপতনের মতোই স্বাভাবিক, তাঁর অবস্থান, আসঙ্গ ও আচরণ — এ-সবের অভিঘাতের প্রায় ন্যায্য পরিণতি। রোদের দুপুরের শেষে সহসা মেঘ ও বৃষ্টির মতো অথবা বৃষ্টিরাতের শেষে প্রথম রোদ্দুরের স্বচ্ছ আস্তরণের চাহনির মতো মৃত্যুর এসে দাঁড়ানো প্রস্রবণের পাশে।

সিভিল গভর্নমেন্ট বিল্ডিং-এর সেই ঘরে কবিকে ডেকে তোলা হয়েছিল নিশ্চয় রাত দুটো-আড়াইটে নাগাদ। তাঁর সঙ্গে হাতকড়ায় বাঁধা হয় একজন খোঁড়া শিক্ষককে, গ্রেফতার করা হয়েছে সেই রাতেই — দিয়োস্কোরো গালিন্দো গঞ্জালেজ। তাঁদের নিয়ে গাড়ি এগিয়ে যায় শহরের উত্তর-পশ্চিমে সিয়েরা নেভাদার দিকে। চাঁদের আলো ছিল না একটুও। প্রায় ৬ মাইল রাস্তা উঁচুনিচু সাপের মতো এগিয়ে গেছে পাহাড়তলির দিকে। গ্রীষ্মের তাপ ভেঙে হঠাৎ হয়ত একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস আসছে পাহাড়ের দিকে যত এগোচ্ছে গাড়ি। পাহাড়ের একবারে পায়ে ভারি সুন্দর একটা গ্রাম — ভিসনার। সারা গ্রানাদা যখন ঘেমে নেয়ে অস্থির ভিসনার তখন শীতল বাতাসে মনোরম। ওইজন্যেই নিশ্চয় একদা এক ধনী আর্চবিশপ সেই অষ্টাদশ শতকেই বানিয়েছিলেন প্রাসাদ, যা এখন জাতীয়তাবাদীদের কম্যাণ্ডপোস্ট। গাড়ি এসে এখানেই থামে, কাগজপত্র ইত্যাদি বিনিময়ের পর লোরকা সমেত আর এক কয়েদিকে, সেই খোঁড়া মাস্টারমশাই, নিয়ে যাওয়া হয় একটি লাল বাড়িতে যার নাম লা কলোনিয়া। গাছে ঢাকা, পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে জলের ধারা। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওটা ছিল ছোটদের খেলাধূলার গ্রীষ্মাবাস। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে বধ্যভূমির আগে শেষ কয়েকঘণ্টার বন্দি-আবাস। নীচের তলায় রাখা হয়েছিল কবিকে। উপরের তলায় প্রহরী, বন্দুকবাজ আর কবর খোদাইকাররা। শেষ এক ঘণ্টা নাকি বেশ স্বাভাবিকই ছিলেন লোরকা। কারণ তাঁকে বলা হয়েছিল, কিছুই ঘটবে না। প্রহরীকে সিগারেট দিয়েছিলেন, নিজেও মিষ্টি তামাকের সিগারেট খেয়েছিলেন একের পর এক। সহ-বন্দিদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেছিলেন খোশ মেজাজে, জিজ্ঞাসা করেছিলেন খবরের কাগজ পাওয়া যাবে কিনা।

ভোর হওয়ার ঠিক আগেই ওরা তাঁকে নিতে আসে।

আলো ফোটার ঠিক আগেই খুনের কাজ সেরে ফেলা হত। কাজটা সাধারণত করত ব্ল্যাক গার্ডরা। কোনও বাঁধাধরা বাহিনী নয়, স্বেচ্ছা(খুনে)সেবক, খুনের জন্যে খুন করেই যারা আমোদ পায়।

ওদের দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন, জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'পাসেও?'

ওরা কি কোনও উত্তর দিয়েছিল?

কিন্তু লোরকা বুঝেছিলেন, অবধারিত 'পাসেও' — মৃত্যুর দিকে হাঁটা।

বন্দিদের নিয়ে এবারে ট্রাক এগিয়ে যায় সেই জলধারা সেই গিরিখাতের পাশ ধরেই। লোরকা এবং সেই শিক্ষকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও দু-জন কয়েদি, দু-জন ষাঁড়ের লড়াইদার — জোয়াকুইন আরকোলাস কাবেজাস এবং ফ্রান্সিসকো গালাদি মের্গাল।

তাঁর রক্তের প্রতিটি কণায় নিহিত প্রিয় প্রবণতাগুলি যেন কী এক অনিবার্য সমাপতনে তাঁরই সমীপে নিবিড় হয়ে আসে জৈবিক আয়ুর এই অন্তিমে। অথবা তাঁর বিভাবনা, সুচেতনার সুতোগুলি সেই মৃত্যুমুখর উষায় তাঁকে ঘিরে বুনে তুলছে এক মহাকবিতা বা আবহমান এক কবিতার অধিপাঠ। তাঁর পাশে সমাসন্ন মৃত্যুর সুতোয় বাঁধা দুই ষাঁড়ের লড়াইদার আর ওই খানিক আগে আলফাকার গাঁয়ের কাছাকাছি আসতেই ফাঁকা একটা জায়গা, একমুঠো পাইন বন, তারই পাশে একটা প্রস্রবণ, এবং জলধারা

— ফুয়েন্তে গ্রানাদে। আরবরা বলতেন আইনাদামার — চোখের জলের ঝরনা, যাকে নিয়ে প্রেমের কবিতা লিখেছেন আল ফাকি আবুল কাসিম ইবন কুফিয়া-রা। তারও নীচে ওই সবুজ সমতল উপত্যকা, গ্রানাদিনোরা যাকে বলেন ভেগা, তাঁর একান্ত আর্ডেন,[৯] তাঁর দোতলার ঘরের বারান্দা থেকে সমতলের দিকে তিনি তাকিয়ে থাকতেন, দেখো, সূর্য অস্ত গেল সিয়েরার ওপারে, যেন উপুড়-করা জলপ্রপাত থেকে গড়িয়ে আসছে গানভরা কত রঙ, সেই সংগীতময় রঙগুলি মিশে যাচ্ছে শব্দের ফোঁটায় ফোঁটায়, সবই যেন সেই গানের গাঢ় রেশ, কতদিন আগের পুরনো দুঃখ আর কাঁদন।

একটু পরেই সেখানে সূর্যোদয়। লোরকা নাকি কাঁদছিলেন। লেসলি স্টেইনটন লিখেছেন হোসে জোভের ত্রিপালদি নামের সেই রাতের এক প্রহরীর কথা, যিনি সেই রাতে দায়িত্বে ছিলেন, বলেছেন, খবরটা শুনেই লোরকা বিমূঢ় হয়েছিলেন তারপর কাঁদছিলেন। হতেই পারে, এমনটা হওয়াই তাঁর ব্যবহারের ধারাবাহিকতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। নাও হতে পারে, তাও তাঁর আজন্মের আচরণের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। আসলে ভয় ও নির্ভয়, আশা ও হতাশা — এই দ্বান্দিকতাই তাঁর জীবন, তাঁর কবিতা।

রাইফেল উঠল তাঁদের দিকে তাক করে।

লোরকা কি চোখ বুজিয়ে ফেলেছিলেন? নাকি রাইফেলের নলে চোখ, খুনির চোখে চোখ রাখতে পেরেছিলেন আশ্চর্য তাচ্ছিল্যে?

হে উষা, আইনাদামারের ধারে মওতকে দাওয়াত দেওয়া হে সমাসন্ন উষা, তুমি মনে করো, তাঁর সেই আশ্চর্য কবিতা — ক্রন্দন। মৃত্যুর অনুপুঙ্খ বাস্তবতায় পৌঁছানোর জন্যে তিনি ধুয়োর মতো উচ্চারণ করছেন সেই পঙক্তি, 'আ লাস সিনসো দে লা ত্রেদ — তখন বিকেল পাঁচটায়।' ষাঁড়ের মুখোমুখি হয়ে স্পেনের প্রবাদপ্রতিম লড়াইদার ইগনাসিয়ো সানচেজ মেজিয়া-র মৃত্যু। লোরকা ভয়ে ডুকরে উঠছেন, 'কুই নো কুইয়েরো ভেরলা! নো মে দিগাস কুই লা ভেরা! এ রক্তপাত আমি দেখব না, এ রক্তপাত আমাকে দেখতে বলো না!' কিন্তু কবিতা যত এগোয় তিনি চাইছেন সেই সাহসী চোখ যা দিয়ে তিনি রক্তপাতকে, মৃত্যুকে দেখতে পারবেন। এই দৃষ্টি অর্জিত হয় সাহসী মানুষের সংসর্গে, বীরের সংসর্গে, যেমন ইগনাসিও সানচেজ, যিনি ষাঁড়ের দুটো শিং যখন খুব কাছাকাছি তখনও চোখ বুজিয়ে ফেলেন না।

লোরকার পাশে গ্রানাদার দুই ষাঁড়ের লড়াইদার। তাঁর বুক মুখ লক্ষ করে গুলি ছুটে আগে লোরকা কি চোখ বুজিয়ে ফেলেছিলেন?

একটু পরেই কবর খোদাইকাররা আসবে। এখন শুধু শোনা যাচ্ছে ফুয়েন্তে গ্রানাদে; চোখের জলের ঝরনার জল চলাচল।

সালভাদোর দালি, তাঁরই বন্ধু বলেছেন, 'যে মুহূর্তে আমি তাঁর মৃত্যুর কথা জানলাম...আমি চিৎকার করে উঠলাম ওলে! যা একজন স্পেনিয়ার্ড বলে এক ষাঁড়ের লড়াইদারের সামনে, যে রক্তাক্ত পশুটার মুখোমুখি তখনই একটা দুরন্ত চাল শেষ করল। আমি ফেদেরিকো গার্সিয়ার মৃত্যু নিয়ে তাই ভেবেছিলাম, এইটা সবথেকে সুন্দরভাবে মৃত্যু: গৃহযুদ্ধে খুন হয়ে যাওয়া।'

উল্লেখপঞ্জি ও ঋণস্বীকার :

১. মহাভারত, দ্রোণপর্ব

২. Introduction to Deep Song : The Life and Works of Federico Garcia Lorca by Stephen Roberts, Reaktion Books, London, 2020

৩. স্পেনের গৃহযুদ্ধ নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের সহায়তা নিতে হয়েছে আমাদের। তবে বর্তমান নিবন্ধে বিশেষভাবে

ব্যবহৃত হয়েছে The Battle for Spain : The Spanish Civil War 1936-1939, Antony Beevor, first published in Britain 1982, Penguin Books 2001

৪. লোরকার ব্যক্তিক উচ্চারণ সবটাই গৃহীত হয়েছে আয়ান গিবসন-এর সেই অদ্বিতীয় বইটি থেকে : The Assassination of Federico Garcia Lorca by Ian Gibson, ১৯৭১ সাল থেকে এই বই বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়েছে, প্রথম প্রকাশ পারি-তে। এখানে ব্যবহৃত সংস্করণ Penguin Books 1983

৫. Lorca : A Dream of Life, Leslie Stainton, Bloomsbury Reader.

৬. ভূমিকা, লোরকার চিঠি, অনুবাদ তরুণ কুমার ঘটক, অনুষ্টুপ, ২০২১

৭. লোরকার সমকামী চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত

৮. Politics by Nigel Dennis in A Companion To Federico Garcia Lorca, edited by Federico Bonnadio, Tamesis, 2007

৯. এমনভাবেই তাঁর বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন স্টিফেন রবার্টস

শুভময় মণ্ডল : কথাকার, গদ্যকার।